দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 08 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোর্স চালু উপলক্ষে ভাষণ

# স্কুলে কৃষি শিক্ষা উৎপাদন বাড়াবে ঃ খালেদা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শনিবার মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কৃষি কোর্স চালু করেন। তিনি বলেন, কৃষি শিক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান সুবিধা সৃষ্টি করবে এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে। খবর বাসসর।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, জাতিকে উন্নয়নের পথের দিশা ও বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য আমাদের জীবন এবং উৎপাদনমুখী ও কার্যকর বৈপ্লবিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## স্কুলে কৃষি শিক্ষা

( প্রথম পৃষ্ঠার পর )

হবে। স্কুলে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা এ ক্ষেত্রে একটি নয়া অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তার বিশ্বাস। তিনি বলেন, সুতরাং কৃষি শিক্ষা বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসুন।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে দেশের ১২ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে বাধ্যতামূলক কৃষি কোর্স চালু করা উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী মজিদ-উল হক, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আকবর হোসেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ইউনুস খান, কৃষি সচিব ইরশাদুল হক এবং জাতীয় পাঠক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খুরশিদ আলম এ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষা মানুষের সব উন্নয়নের পরিপূরক এবং সেজন্যই তার সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র্য নির্মূলের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কৃষিকে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এখনো কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অর্থনীতির এই বৃহত্তম খাতটি আজ পর্যন্ত দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি বলে তিনি জানান।

তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে তার সরকার গৃহীত বিভিন্ন শাক্ত ও গতিসঞ্চারের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পাঠক্রমের অংশ হিসাবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কৃষি কোর্স চালু করা হল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ পাঠক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে নিম্ন ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে ফল ও শস্যচাষ, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ খামার, বৃক্ষরোপণ এবং মাছ চাষের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান করতে পারে।

তিনি বলেন, শস্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ খামার, মাছচাষ এবং বনায়ন এ সবই আধুনিক কৃষির অন্তর্ভুক্ত। কৃষির ভিত্তি আরো সম্প্রসারিত করার সহায়ক পদক্ষেপ হিসাবে তার সরকার নির্দিষ্ট কর্মসূচী ও দিকনির্দেশনাসহ একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করাসহ গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক কৃষি কোর্সের প্রশংসনীয় দিকগুলোর উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে চাষীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে, উৎপাদনে বিপ্লব আনবে এবং কর্মসংস্থানের সুবিধা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদ সীমিত, জনসংখ্যা বিপুল। শুধুমাত্র শিক্ষাই সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবধান কমাতে পারে বলে তিনি জানান।